প্রবাসে চাকরি সমস্যা - ৩

আরিফুর রহমান খাদেম

SUBJECT KNOWLEDGE + COMPUTER KNOWLEDGE + SOUND COMMUNICATION = A PROFESSIONAL

প্রবাসে অবস্থানরত অধিকাংশ লোক মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত। তাই চাকরির উপর নির্ভরশীল হওয়াটা বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেকেই নিজ দেশ ত্যাগ করার আগেই মনে মনে স্থির করে নেয়, বিদেশে যে কোনো ধরনের একটা কাজ পেলেই হলো। সেক্ষেত্রে বিদেশে যাওয়াটাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যাদের দেশেই উচ্চ শিক্ষা এবং নিজ নিজ ফিল্‌ডে কাজের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমাদের অনেকেই কেন নিজ দেশের মতই দেশের বাইরেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছিনা ?

আমাদের দেশের অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিষ্টার, চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারি দিনের পর দিন অড্ জব করে যাচ্ছেন। অনেকেই নিজ প্রফেসনে কাজ না পাওয়ার জন্য বর্ণ-বৈষম্যতাকে দায়ী করে থাকেন। আবার কেউ কেউ বিদেশে চাকরির অভিজ্ঞতা না থাকাকে দায়ী করেন। এ অজুহাতগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্য হলেও পুরোপুরি সত্য নয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠি দেশের বাইরে নিজ দেশের মতই নিজ নিজ ফিল্‌ডে বেশ দাপটের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। মোটকথা, অনেকে ইচ্ছা, শ্রম, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, এ কয়েকটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারলেই অনেক ক্ষেত্রে বেশ সফলতা অর্জন করতে পারেন।

এ সমস্যাগুলোর কিছু কারণ উদ্‌ঘাটনে আমাদের দু-একটি উদাহরণ ঘাটতে হবে। যিনি গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি লিখেন, নিজেকে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক হিসেবে গণ্য করতে পারেন না। তিনি তখনই নিজেকে একজন ছোটখাট লেখক হিসেবে মনে করবেন, যখন তার লেখার বিষয়বস্তূ পড়ে পাঠকরা আনন্দ পাবে বা কিছু শিখতে বা জানতে পারবে। তেমনিভাবে, একজন অ্যাকাউন্টিংয়ের ছাত্র অ্যাকাউন্টিং-এ ভাল হতেই পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে একজন ভাল অ্যাকাউন্টেন্ট। ইংরেজিভাষী প্রধান দেশে তার অ্যাকাউন্টিংয়ের পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা এবং কম্পিউটারের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক। ইংরেজি যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ও বাহক, অন্যদিকে কম্পিউটার তথ্য সংরক্ষক এবং বাহক হিসেবে কাজ করে। এ দুটোর উপর ভিত্তি বা নির্ভর করেই তাকে তার প্রফেসনে কাজ করতে হয়।

ইংরেজিতে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা যে কতটুকু দরকার তা অনুধাবন করা যায় সে পরিবেশে কাজ করার সময়। একজন প্রফেসনালকে সাধারণত বিজনেস আওয়ার সোম থেকে শুক্রবার প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। এ সময় তাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। ফোনে কথা বলতে হয়। ফ্যাক্স, ই-মেল লিখতে হয় এবং গ্রহন করতে হয়। অপ্রিয় হলেও সত্য আমাদের অনেকেই ইংরেজি ভাষায় দুর্বল

থাকায় ভাল চাকরি পাইনা, অথবা ভাল চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও কমিউনিকেশন গ্যাপের (language barrier) অজুহাতে প্রায়ই চাকরিচ্যুত হই।

অন্যদিকে, কম্পিউটারে সাধারণ জ্ঞান না থাকায় আমাদের অনেকেই চাকরির বাজারে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পারছিনা। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত অফিসে যা কিছু ঘটে এর প্রায় সব কিছুই প্রয়োজন অনুসারে কম্পিউটারের বিভিন্ন সফটওয়্যারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এক কথায় আমরা এটার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। কম্পিউটারের যে দিকগুলোর প্রতি আমাদের বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত সেগুলো হচ্ছেঃ কী বোর্ডের সঠিক, সুন্দর ও দ্রুত ব্যবহার, নামলক ও মাউসের ব্যবহার, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট, আউটলূক এবং ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার। অনেকেই হয়তো মনে মনে বলা শুরু করেছেন এগুলোর ব্যবহার কে-না জানে !

কেউ কেউ আছে যারা বিদেশে এসে প্রথম প্রথম অফিসিয়াল চাকরির জন্য বিভিন্ন জব এজেন্সির শরণাপন্ন হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এজেন্সিগুলো প্রার্থীদের বিভিন্ন সফটওয়্যারের উপর পরীক্ষা নেয় এবং এগুলোর ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়। তারা বিশেষ করে টাইপিং স্পীড, microsoft Word, Excel এবং PowerPoint-এর ব্যবহার, ডাটা এন্ট্রির দ্রুততা এবং এ্যাকিউরেসি ইত্যাদি দেখতে চায়। কিছু কিছু এজেন্সি অবশ্য আই কিউ-র উপরও কিছু বেসিক টেস্ট নিয়ে থাকে।

সম্প্রতি প্রকাশিত অষ্ট্রেলিয়ান স্টাডি গ্রুপের রিপোর্ট অনুযায়ী এ দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত literacy ও numeracy সমস্যায় ভুগছে। তাদের মতে, কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের যে পরিমাণ writing ও speaking skills দরকার তাদের নেই। ফলে কাজের মান নিম্নমুখী এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আশানুরুপ ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না; যার ফলে অনেক কাজই অতিরিক্ত পয়সা খরচ করে ওভারটাইমের মাধ্যমে করতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্থা অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। Australian Bureau of Statistics ও একই অভিমত ব্যক্ত করেছে। দেশে পর্যাপ্ত স্কীল্ড লেবারের অভাব বোধে সরকার এখনও বহির্বিশ্বের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটাই বুঝা যায় যে, একদিকে এ দেশে যেমন বাহির থেকে আগত স্কীল্ড লেবারের এখনও বেশ চাহিদা রয়েছে, তেমনি ভাল চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে নিজ প্রফেসনে ভাল হওয়ার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা এবং কম্পিউটারের সঠিক ব্যবহার জানা অতি জরুরি। এ তিনটির প্রত্যেকটি একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল এবং উতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি শ্রীলংকান বা ইন্ডিয়ানরা আমাদের মতই তাদের নিজ নিজ দেশ থেকে আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, নিউজিয়া ল্যান্ড বা অষ্টেলিয়ার মত দেশে এসে একদিন না একদিন তাদের স্বীয় প্রফেসনে কাজ করার মত অসাধ্যকে সাধ্য করতে পারে, আমরা কেন পারবো না ? এর জন্য দরকার আরও একটু সচেতনতা, শ্রম, অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাস।

শুধু প্রবাসেই নয়, আজকাল বাংলাদেশেও বিভিন্ন প্রাইভেট এবং বিদেশী কোম্পানিগুলোতে, কিংবা কোনো প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাল অবস্থানে চাকরি করতে গেলে এ তিনটি বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যকীয়।

arifurk2004@yahoo.com.au